দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

লেজুড়বৃত্তি সুশিক্ষা নয় রাজনীতিও নয়

হালে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি বন্ধ সুপারিশ করিয়াছেন। তাহারা লেজুড়বৃত্তির বদলে ছাত্ররা যাহাতে নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধির দ্ব পরিচালিত হইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি-দাওয়া সম্বলিত ও ক্যাম্পসভিত্তিক রাজনীতি করি পারে সেদিকেই সরকারের মনোযোগ দাবি করিয়াছেন। উক্ত গোল টেবিল বৈঠক হই ছাত্র রাজনীতি সংস্কারের জন্যও আহবান জানানো হইয়াছে।

১৯৩২ সালের অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন হইতে শুরু করি ১৯৪৮, ৫২, ৬২, ৬৯, ৭১ ও সর্বশেষ ১৯৯০ সালে তদানীন্তন ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল তাহা হইতে বর্তমান ছাত্র রাজনীতির অবস্থান যোজন যো দূরে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কোন মিলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বলিতে গে লেজুড়বৃত্তির কারণেই ছাত্র রাজনীতি ক্রমান্বয়ে সন্ত্রাস-নির্ভর, সেশনজট ও নৈরা সৃষ্টিকারী, আদর্শহীন ও অন্তর্কোন্দলে জর্জরিত এক লক্ষ্যহীন তৎপরতার অন্য নাম হ দাঁড়াইয়াছে। এখনকার মূল স্রোতের ছাত্র রাজনীতিতে বারংবার ঘটিতে থাকা সংঘা সংঘর্ষ, পদ লইয়া মারামারি, গ্রুপিং, লবিং, সাংগঠনিক কাঠামোকে তোয়াক্কা না কি আঞ্চলিক প্রভাবে দখলদারিত্ব কায়েম, ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাহিরে চাঁদাবা টেন্ডারবাজি, প্রতিদ্বন্দ্বী হত্যা, মাস্তানি, নারী কেলেংকারি প্রভৃতি অপকর্মে অতিষ্ঠ দেশবা সাধারণ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা নানাভাবে তাহাদের হাতে জিম্মি ও অসহায়। শি পরিবেশ ধ্বংসের জন্য দায়ী লেজুড়বৃত্তির এই ছাত্র রাজনীতি। শিক্ষা প্রশাসন কার্যতঃ দল-লেজুড়ে ছাত্র নেতৃত্বের কাছে অসহায়।

আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর এমনকি ভারতেও ক্যাম্পাসের বাইরে রাজনীতি বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতায় যাও সিঁড়ি হিসাবে ছাত্র রাজনীতিকে ব্যবহার করিতেছে এবং লেখাপড়ার পরিবর্তে ছাত্র রাজনৈতিক ক্যাডার হইতে উৎসাহিত করিতেছে। এই দূষিত এবং ক্ষতিকর ছাত্র রাজ অবশ্যই বন্ধ হওয়া দরকার। তরুণ-তরুণীরা আমাদের ভবিষ্যৎ। আগামীতে দে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়া এবং দেশ পরিচালনার ভার তাহাদের উপর অর্পিত। দে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এই অমিত সম্ভাবনাকে নষ্ট হইতে দেওয়া যায় না কিছুতেই।

লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতির অভিশাপ হইতে মুক্তি পাইতে হইলে অবিলম্বে ১৯ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের কিছু কিছু অংশের সংস্কার এবং ১৯৭৬ সা রাজনৈতিক দল আইনের ছাত্র নেতৃত্ব সংক্রান্ত বিধানটি বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। যতদূর ব যায়, এই ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাদেশ ব না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। দেশের সচেতন নাগরিক হি ক্যাম্পাসের বাহিরে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা দোষের নয়। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা, নিজেদের কল্যাণ, সাংস্কৃতিক কর্ম পরিচালনা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি ছাত্র সংসদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছ লেজুড়বৃত্তি সুশিক্ষা নয়, রাজনীতিও নয়। তাই সুশিক্ষিত হওয়ার স্বার্থেই দ লেজুড়বৃত্তির সহিংস ছাত্র রাজনীতি হইতে সরিয়া আসিতে হইবে ছাত্র-ছাত্রীদের।